গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ২১ সংখ্যা | ১২ - ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বিলকিস বানো মামলা

সুপ্রিম কোর্টের রায় গুজরাট সরকারের গালে চপেটাঘাত

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৮ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, ২০০২-এর দাঙ্গার সময় বিলকিস বানোকে গণধর্ষণ ও তাঁর পরিবারের ৭ জনের হত্যাকারীদের সাজা মকুব করার যে সিদ্ধান্ত গুজরাট সরকার নিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তাকে বাতিল করে অপরাধীদের দু'সপ্তাহের মধ্যে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলেছে।

এই রায় গুজরাট সরকারের গালে একটি থাপ্পড়। এই রায় স্পষ্ট দেখিয়ে দিল কী ভাবে গুজরাট সরকার হীন রাজনৈতিক স্বার্থে মহারাষ্ট্র সরকারের ক্ষমতা আত্মসাৎ করে বেআইনিভাবে এমন অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল, যারা মহিলাদের উপরে বিরলের মধ্যে বিরলতম অপরাধ করার জন্য দায়ী। আমরা গুজরাট সরকারের এই হীন কাজের তীব্র নিন্দা করছি।

রাম মন্দির উদ্বোধন

আজ যদি বেঁচে থাকতেন মাধব গোডবোলে!

আজ যদি বেঁচে থাকতেন নিষ্ঠাবান হিন্দু মাধব গোডবোলে!

চাকরির সূত্রে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব। ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯২, অর্থাৎ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ২৩ দিন পর তাঁকে অযোধ্যা যেতে হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে। কারণ মসজিদ ভাঙার পর রামলালা দর্শনের ব্যবস্থাপনা কতটা তৈরি তা পরিদর্শনের দায়িত্ব ছিল তাঁর। তিনি পরবর্তীকালে তাঁর বই 'আনফিনিশড ইনিংস'-এ সে দিনের স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন, 'সেদিন আমি আগের মতো রামলালা দর্শন করার ইচ্ছা অনুভব করিনি, প্রসাদও নিতে পারিনি। যদিও আমি একজন ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ, তবুও সেদিন অযোধ্যায় আমি কোনও টান অনুভব করিনি। মন থেকে অনুভব করেছি শঠতা, প্রতারণা আর ভয়াবহ হিংসার জোরে তৈরি মন্দিরে আমার দেবতা বাস করতে পারেন না'।

এখন সেই জায়গাতেই প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে ঘটতে চলেছে নতুন রামমন্দিরের উদ্বোধন। তা নিয়ে বিজেপি দেশজোড়া হইচই তুলছে। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ মানুষ তাতে কী দেখছেন? তাঁরা অনুভব করছেন, এই উচ্চগ্রামের কোলাহলে 'ভক্তের একান্ত নিবেদনের' কোনও স্থান নেই, এতে ধর্মের ভাগের থেকে বেশি প্রকট সামনের লোকসভা নির্বাচনে শাসক দলের ঘর গোছানোর কাজের ভাগটাই।

প্রধানমন্ত্রী সারা দেশে ২২ জানুয়ারি দ্বিতীয় দেওয়ালি পালনের ডাক দিয়ে প্রদীপ জ্বালাতে বলেছেন। আরও বলেছেন, এই রাম মন্দির দেশবাসীর জীবনে উন্নতি ডেকে আনবে। অবশ্য জানা নেই, মাত্র মাস দুই আগের অযোধ্যারই একটা ঘটনা প্রধানমন্ত্রীর মনে পড়বে কি না! গত নভেম্বরে দেওয়ালির দিনে সরযূ নদীর তীরে বাইশ লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে নাকি বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী যোগী

দুয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্য জুড়ে প্রশাসনিক দপ্তরে বিক্ষোভ

দুর্নীতি, সারের কালোবাজারি বন্ধ, স্মার্ট মিটার বাতিল ও স্বচ্ছ নিয়োগ সহ নানা দাবিতে রাজ্য জুড়ে ডিএম, এসডিও এবং বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ৪ জানুয়ারি। ছবি ঃ মেদিনীপুর শহর

টেলিফোনেও সরকারি নজরদারির ব্যবস্থা

টেলিকম বিল

সংসদে এবারের শীতকালীন অধিবেশনে প্রায় দেড়শো জন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করে দিয়ে বিরোধীশূন্য সংসদে বিনা বিতর্কে পাশ করিয়ে নেওয়া হল বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল যার অনেকগুলির মধ্যেই বিজেপি সরকারের দমনমূলক স্বৈরাচারী চরিত্রের ছাপ স্পষ্ট।

২১ ডিসেম্বর পাশ হওয়া 'টেলিকমিউনিকেশন বিল-২০২৩'-এর বিরুদ্ধেও উঠেছে একই অভিযোগ। জাতীয় নিরাপত্তা, জনগণের সুরক্ষা ইত্যাদির অজুহাতে আসলে নাগরিকদের টেলি-যোগাযোগ ব্যবহারের উপর নজরদারি বাড়ানোর ছাড়পত্র এই আইনের ছত্রে ছত্রে। এই আইন চালু হলে ডিজিটাল ও অন্যান্য মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও গোপন বলে কিছুই থাকবে না এবং কোনও রকম রক্ষাকবচ ছাড়াই ব্যক্তিগত সমস্ত তথ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে।

এই আইনে টেলিকম পরিষেবার সংজ্ঞা একেবারেই অস্পষ্ট। ফলে টেলি-যোগাযোগ ছাড়াও হোয়াটসঅ্যাপ, এক্স (আগেকার টুইটার), ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মতো অনলাইন সমাজমাধ্যমগুলিকেও সরকার চাইলেই এই আইনের আওতায় নিয়ে আসতে পারে। দেশের নিরাপত্তা বা জরুরি পরিস্থিতির অজুহাত তুলে সরকার এই আইনে চাইলে যে কারও পাঠানো বার্তা আটকে দিতে পারে, সেগুলির উপর নজরদারি চালাতে পারে কিংবা সেগুলির প্রচার বন্ধ করে দিতে পারে। বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা যেহেতু সরকারকেই দেশ করে তুলেছে, তাই সরকারের কোনও নীতি বা সরকারি দলের কোনও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এই মাধ্যমগুলি ব্যবহার করে পারস্পরিক মতবিনিময় এবার থেকে দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, ইন্টারনেট ব্যবহার করে পারস্পরিক যোগাযোগের ব্যবস্থাটিকে সুপ্রিম কোর্ট ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলে বিধান দেওয়া সত্ত্বেও এই আইনে সরকারকে ইচ্ছামতো ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেওয়ার অধিকারও দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শুধু ব্যবহারকারীদের উপরেই নয়, পরিষেবা সরবরাহকারী সংস্থাগুলিকেও এই আইনে মুঠোয়

দুয়ের পাতায় দেখুন

শোষণমুক্তির পথপ্রদর্শক মহান নেতা ও শিক্ষক

লেনিন মৃত্যুশতবর্ষে

সমাবেশ

প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

বক্তা ঃ কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

কমরেড জয়সন জোসেফ

শহিদ মিনার ময়দান

২১ জানুয়ারি বেলা ১টা

ভেতরের পাতায়

- রাষ্ট্র ও বিপ্লব ঃ ভি আই লেনিন - পৃ. ৩
- বিশ্বজুড়ে আন্দোলনের ঢেউ ২০২৩-এ - পৃ. ৩
- ট্রাক চালকদের আন্দোলনের চাপে দণ্ডসংহিতা স্থগিত - পৃ. ৬
- র‍্যাট হোল মাইনার - পৃ. ৭

রামমন্দির উদ্বোধন

একের পাতার পর

আদিত্যনাথ! ঠিক পরের দিন বহু সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করেছিল এক মর্মান্তিক ছবি— নিভে যাওয়া প্রদীপ থেকে পোড়া তেল সংগ্রহের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে শতাধিক শিশু-কিশোর। এই তেল তাদের কারও ঘরে রান্নায় কাজে লাগবে, কোনও ঘরে একটু আলো হয়ত জ্বলবে এই কুড়ানো তেলের ভরসাতেই! এদের জীবনে কোন উন্নতিটা মন্দিরের মাধ্যমে আনবেন প্রধানমন্ত্রী? কোন উন্নতি তিনি আনবেন এই মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য উচ্ছেদ হওয়া অসংখ্য ছোট দোকানদার, হকার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর জীবনে?

খবরে যতটুকু প্রকাশ, তাতে ১৮ হাজার কোটি টাকা খরচ করে মাথা তুলবে অযোধ্যার নতুন রাম মন্দির। যদিও এখনও তা পুরোপুরি তৈরি হয়নি। দ্বিতল মন্দিরের বহু কাজই বাকি। তবু ২২ জানুয়ারিতেই তার উদ্বোধন করে দিতে হবে। কারণ দেরি করলে এসে যাবে লোকসভা ভোট। সেই ভোটের ময়দানে জনসভায় দাঁড়িয়ে বিজেপি সরকারের আর কোন কৃতিত্ব নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দল গলা ফাটাবেন! তাঁদের সরকারের 'রাম রাজত্বে' দেশের ৭৪ শতাংশ মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে, অপুষ্টিজনিত নানা রোগে প্রতিদিন ৭ হাজার ভারতবাসীর মৃত্যু হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে, এ দেশে শিশুমৃত্যুর ৬৯ শতাংশই ঘটে অপুষ্টির কারণে। বেকারত্ব বাড়ছে প্রতিদিন, কিন্তু সরকারি দপ্তরে লক্ষ লক্ষ খালি পদে নিয়োগ নেই। দিনে দিনে বাড়ছে ঋণের জালে জড়িয়ে কৃষকের আত্মহত্যার সংখ্যা। একের পর এক সমীক্ষা দেখাচ্ছে, এই ভারতে আজ কর্মসংস্থান নেই শুধু নয়, কর্মক্ষম জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মানুষ কাজ না পেতে পেতে কাজের খোঁজ করাই ছেড়ে দিয়েছেন। যে ক'জনের কাজ জোটে তাঁরাও বাঁচার মতো বেতনটুকু পান না। স্থায়ী চাকরি বলে কোনও কিছু দেশে প্রায় রাখছেই না কেন্দ্রীয় সরকার। মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বলে কার্যত কিছু যে অবশিষ্ট নেই। যে কারণে নতুন করে সরকারকে দেশের ৮০ কোটি মানুষের জন্য রেশনে বিনামূল্যে খাদ্যশস্যের ব্যবস্থা নতুন করে করতে হয়েছে।

অর্ধসমাপ্ত অবস্থাতেই রাম মন্দিরের উদ্বোধন করার জন্য মোদিজির কেন এত তাড়া এই তথ্যগুলিই তা দেখিয়ে দিচ্ছে। তিনি খুব ভালই জানেন শুধু সরযূর তীরে জ্বালানো প্রদীপ দিয়ে কোভিডের সময় গঙ্গায় ভেসে যাওয়া শত শত মানুষের মৃতদেহের মর্মান্তিক ছবিকে জনমানস থেকে পুরোপুরি আড়াল করা যাবে না। জনজীবনের কোনও একটি সংকটকে সামান্য কমানোর ক্ষেত্রেও বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের চরম ব্যর্থতা এতটাই প্রকট যে, মোদিজি নিজেও সদ্যসমাপ্ত পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে একটি বারের জন্যও বিজেপি সরকারের সাফল্য নিয়ে বাক্যব্যয় করেননি। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনেও মোদিজি এবং তাঁর দলের একমাত্র হাতিয়ার হতে চলেছে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের উৎকট প্রচার। সে জন্যই তাঁকে রাম মন্দিরের আড়াল নিতে হচ্ছে। গত কয়েক বছরে তাঁরা যা কিছু করেছেন, তা চালিয়েছেন, 'রাম কে নাম পর' অর্থাৎ রামের নামে। এখন রাম নামকেও কার্যত পিছনে পাঠিয়ে দিয়ে মোদিজিকেই প্রায় অবতারের পর্যায়ে স্থাপনের অপচেষ্টা চলছে। তাই এই মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের সময় নরেন্দ্র মোদির সাষ্টাঙ্গ প্রণামের নানা ভঙ্গির ছবি যত প্রচারিত হয়েছে রামলালাকে তত দেখা যায়নি। এমনকি প্রাচীন ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদ ভাঙার কুকর্মটির নেতা যাঁরা ছিলেন সেই এল কে আদবানী, মুরলী মনোহর যোশী, উমা ভারতীরা এখন বিজেপির কাছেও প্রায় বিস্মৃত। এখন 'ভোট কে নাম পর' দরকার মোদিজির মুখ, তাই তিনিই প্রধান পূজ্য হয়ে উঠেছেন।

এ ক্ষেত্রে বিজেপির আরও সুবিধা করে দিচ্ছে বিজেপির বিরোধী হিসাবে পরিচিত কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোটের দলগুলির ভূমিকা। কংগ্রেসই স্বাধীনতার কিছুদিনের মধ্যেই বাবরি মসজিদে রামলালা মূর্তি চুপিসারে বসিয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। বাবরি মসজিদের তালাও খুলিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা রাজীব গান্ধী। মাত্র কিছুদিন আগেই মধ্যপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নেতারা দাবি করেছেন, আমাদের জন্যই বিজেপি রাম মন্দির তৈরি করতে পেরেছে। কার্যত বিজেপির উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কাছে নতিস্বীকার করে কংগ্রেস, তৃণমূল সহ তাদের ইন্ডিয়া জোটের অন্য দলগুলি তথাকথিত নরম সাম্প্রদায়িকতার রাস্তা নিয়েছে। দুটি রাস্তাই সাম্প্রদায়িক, যা গণতন্ত্রের আবশ্যিক শর্ত ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধিতা করে। মুমূর্ষু পুঁজিবাদের সেবাদাস ভোটসর্বস্ব দলগুলির কাছ থেকে সাধারণ মানুষের আজ এর বেশি কিছু আশা করাই বৃথা।

ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ মানুষকে ভাবতে হবে, একটা কেন, এমন শত শত মন্দির বানালেও বিজেপি তার একচেটিয়া পুঁজিপতির সেবাদাসের ভূমিকা পরিত্যাগ করবে কি? তা যদি না করে তাহলে আদানি, আম্বানিদের মতো ধনকুবেরদের স্বার্থে জনসাধারণের ওপর শোষণের স্টিম রোলার চালানোর প্রক্রিয়া যে নামেই হোক না কেন, তা কি ধর্ম-বর্ণ-জাত নির্বিশেষে সকল সাধারণ মানুষের ওপরেই চলবে না? পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কে শোষিত হবে, কে শোষণ করবে তা ঠিক হয় কি ধর্মের নিরিখে? নাকি ধর্ম-বর্ণ-জাতপাত নির্বিশেষে সমস্ত নিপীড়িত মানুষের ওপরই পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণ একই রকমভাবে চলে! বুঝতে হবে সমস্ত মেহনতি মানুষের স্বার্থ এক এবং অভিন্ন। শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে বিজেপি সাম্প্রদায়িক বিভেদ ছড়িয়ে খেটে খাওয়া মানুষকে বিভক্ত করে রাখতে তৎপর।

পুঁজি মালিকদের অন্য সব সেবাদাস কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোটের দলগুলি এর বিরোধিতায় যে 'নরম সাম্প্রদায়িকতা'র লাইন নিয়েছে তা এর মোকাবিলায় একেবারে অক্ষম। রাম মন্দির উদ্বোধন নিয়ে বিজেপির আসল পরিকল্পনা ফাঁস করবে কি, তারা নিজেরাই ভাবতে বসেছে এর থেকে কিছু ফয়দা নেওয়া যায় কি না! মেহনতি মানুষের স্বার্থের বিরোধী এই রাজনীতির বিকল্প হতে পারে একমাত্র সংগ্রামী বামপন্থা ও ধর্মনিরপেক্ষতার পথে চলা সঠিক রাজনীতি। তাই রাম মন্দির মাথা তুলল কি না, তার কৃতিত্বই বা কার কতটুকু, এসবের থেকে খেটেখাওয়া মানুষের যে প্রশ্নের উত্তরটা জানা বেশি দরকার— তা হল এই শোষণ, জুলুমের অবসানের লক্ষ্যে সঠিক পথটা কী এবং কে সেই পথ দেখাচ্ছে তা চেনা এবং সবদিক থেকে শক্তিশালী করা।

দ্রুত বিচার করে বন্দিদের মুক্তির দাবি সিপিডিআরএস-এর

রাজ্যের সাতটি সংশোধনাগারে থাকতে পারেন সর্বসাকুল্যে ২১ হাজারের কিছু বেশি বন্দি। কিন্তু রয়েছেন প্রায় ২৮ হাজার। ২৮ হাজার বন্দির মধ্যে ২২,৮৯৫ জনই বিচারাধীন বন্দি। অভিযুক্ত মানেই দোষী নয়। রাজ্যে রাজ্যে হাজার হাজার বিচারাধীন বন্দি বছরের পর বছর বিনা বিচারে, বিচারের দীর্ঘসূত্রিতায় জীবনের দীর্ঘ সময় জেলের অভ্যন্তরে পচে মরে। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য বিচারক নিয়োগ সহ বিচারব্যবস্থার যে পরিকাঠামোর উন্নয়ন হওয়া দরকার, তার মারাত্মক অবহেলা রয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক ১ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বিচারব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়ন করার পাশাপাশি সংশোধনাগারগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন ও বন্দিদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়ার দাবি জানান।

প্যালেস্টাইনের উপর ইজরায়েলের হামলা বন্ধ করার দাবিতে এ আই ডি ওয়াই ও-র পক্ষ থেকে বীরভূমে মুরারই কলেজ মোড় থেকে ভাদীশ্বর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী, জেলা সম্পাদক সেমিম আক্তার, জেলা সভাপতি হেমন্ত রবিদাস প্রমুখ।

টেলিফোনেও সরকারি নজরদারি

একের পাতার পর

পুরতে চেয়েছে বিজেপি সরকার। ডিজিটাল পরিষেবায় এখনও পর্যন্ত ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকারকে মান্যতা দেওয়া হয়। যেমন, হোয়াটসঅ্যাপ বা ই-মেল ব্যবহারকারীর পাঠানো বার্তা শুধু যাঁকে পাঠানো হয়েছে, তিনিই দেখতে পান, অন্য কেউ নয়। নতুন আইনে এই বিষয়টি থাকবে না। এ দেশে কাজ করতে হলে পরিষেবা সরবরাহকারী সংস্থাগুলিকে নতুন আইনে এ সংক্রান্ত শর্ত মানতে হবে। ফলে বিপন্ন হবে ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা। শর্ত না মানলে এই আইন অনুযায়ী পরিষেবা সরবরাহকারী সংস্থার কাজ বন্ধ করে দিতে পারবে সরকার। সুতরাং যত স্বৈরাচারীই হোক, নতুন আইন চালু হলে সরকারের সুরে সুর না মিলিয়ে ভারতে কাজ করার উপায় থাকছে না ডিজিটাল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির।

নতুন এই আইনে নাগরিকদের বায়োমেট্রিক তথ্যের উপর জোর দিয়েছে বিজেপি সরকার। এতে সাধারণ একটা ফোনের সংযোগ নিতে গেলেও গ্রাহককে তার বায়োমেট্রিক তথ্য দিতে হবে। এমনকি যে ইন্টারনেট যোগাযোগ ছাড়া আজকের দিনে জীবন প্রায় অচল, তা ব্যবহার করতে গেলেও দিতে হবে বায়োমেট্রিক তথ্য। সরকার ইতিমধ্যেই নানা কাজে দেশের মানুষের কাছ থেকে যে বায়োমেট্রিক তথ্য নিয়েছে, সেগুলি যে সরকারের হাতে সুরক্ষিত অবস্থায় নেই, তা বহু আগেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। আধার কার্ড বা রেশন কার্ড থেকে বায়োমেট্রিক তথ্য হাতিয়ে তা ব্যবহার করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লুটের বহু ঘটনায় দেশের মানুষকে আজ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আশঙ্কার মধ্যে কাটাতে হয়।

এই অবস্থায় টেলিকমিউনিকেশন আইনে ঢালাও ভাবে বায়োমেট্রিক তথ্য সরবরাহ করতে হলে পরিস্থিতি যে আরও কতখানি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে, তা ভাবতেও ভয় হয়।

স্বাধীনতাপূর্ব টেলিকম আইন সহ দেশের প্রচলিত আইনগুলি বাতিল করে নতুন এই আইনে যেভাবে দেশের নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গোপনীয়তার অধিকারকে সরকারি নজরদারির আওতায় নিয়ে এল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তা কোনও স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে অকল্পনীয়। কিছুদিন আগেই দেশের বিশিষ্ট সাংবাদিকদের মোবাইল ফোনে চরবৃত্তির উদ্দেশ্যে ইজরায়েল থেকে বিপুল ব্যয়ে কেনা 'পেগাসাস' ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে।

যথারীতি সেই অভিযোগ অস্বীকার করলেও নতুন টেলিকম আইনটি পাশ করিয়ে বিজেপি সরকার নিজেই প্রমাণ করে দিল যে, শুধু সাংবাদিক বা রাজনৈতিক বিরোধীদের উপরেই নয়, দেশের সমস্ত নাগরিকের প্রতিটি কার্যকলাপের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করাই তার চরিত্রবৈশিষ্ট্য। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, শিক্ষা ও চিকিৎসাহীনতায় জর্জরিত দেশের সাধারণ মানুষ যতই জনস্বার্থ রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা ও অপদার্থতায় ত্যক্তবিরক্ত হয়ে উঠছে, ততই সরকার বিক্ষোভের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠছে। মত প্রকাশ ও বিনিময়ের উপর এই আইনি কড়াকড়িতে সরকারের সেই আতঙ্কই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বিজেপি সরকার এ দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচার কায়েম করতে বদ্ধপরিকর। একের পর এক এই ধরনের আইন তারা সেই কারণেই নিয়ে আসছে। নতুন টেলিকম আইন এ দেশে টিকে থাকা গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির কবর রচনা করবে। গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকেই তাই এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

রাষ্ট্র ও বিপ্লব (১২)

ভি আই লেনিন

এ বছরটি বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ। এই উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে ভি আই লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুবাদ সংক্রান্ত যে কোনও মতামত সাদরে গৃহীত হবে। এ বার দ্বাদশ কিস্তি।

"কমিউন আর যথার্থ অর্থে রাষ্ট্র ছিল না"

বেবেলকে লেখা চিঠি

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের রচনাসম্ভারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা না হলেও অন্যতম উল্লেখযোগ্য মন্তব্য রয়েছে ১৮৭৫ সালের ১৮-২৮ মার্চ, বেবেলকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠির নিচের অনুচ্ছেদে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, যতদূর আমরা জানি এই চিঠি বেবেল ১৯১১ সালে তাঁর স্মৃতিকথায় ('আমার জীবন') সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন, অর্থাৎ চিঠিটি লেখার ও ডাকে দেওয়ার ৩৬ বছর পরে।

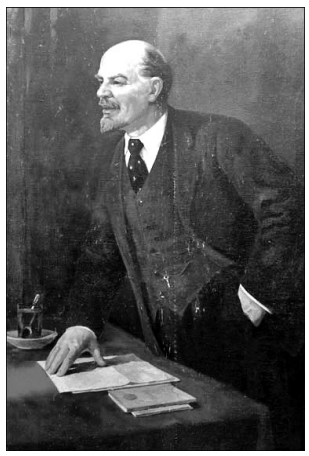

ব্র্যাকেকে লেখা বিখ্যাত চিঠিতে মার্ক্স গোথা কর্মসূচির যে খসড়ার সমালোচনা করেছিলেন, এঙ্গেলসও সেই খসড়ারই সমালোচনা করে বেবেলকে চিঠি লিখেছিলেন। রাষ্ট্রের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করে এঙ্গেলস বলেছিলেন ঃ

"মুক্ত জনগণের রাষ্ট্র রূপান্তরিত হয়েছে মুক্ত রাষ্ট্রে। ব্যাকরণগত অর্থ অনুযায়ী, স্বাধীন রাষ্ট্র হল এমন যেখানে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের বিষয়ে স্বাধীন, অর্থাৎ যে রাষ্ট্রে স্বৈরাচারী সরকার আছে। বিশেষ করে কমিউনের পর থেকে, যথার্থ অর্থে যা আর রাষ্ট্র ছিল না, রাষ্ট্র সম্পর্কে সমস্ত আলোচনা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। নৈরাজ্যবাদীরা 'গণরাষ্ট্রকে' আমাদের মুখের উপর ছুঁড়ে মেরেছে। যদিও প্রুধোঁর বিরুদ্ধে মার্ক্সের বই এবং পরে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে ইতিমধ্যে সরাসরি ঘোষণা করা হয়েছে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকে রাষ্ট্র আপনা থেকেই ভেঙে পড়বে এবং বিলুপ্ত হয়ে যাবে। রাষ্ট্র যেহেতু কেবলমাত্র একটি উত্তরণকালীন প্রতিষ্ঠান, প্রতিপক্ষকে বল প্রয়োগে দমন করার জন্য যাকে ব্যবহার করা হচ্ছে সংগ্রামে, বিপ্লবে, তাই মুক্ত জনগণের রাষ্ট্রের কথা বলা নিছক অর্থহীন ঃ সর্বহারা শ্রেণি যতদিন রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে, সে তা করে প্রতিপক্ষকে দমন করতে, স্বাধীনতার স্বার্থে নয়। এবং যখনই স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হয়, তখনই রাষ্ট্র হিসেবে রাষ্ট্রের আর অস্তিত্ব থাকে না। তাই আমরা প্রস্তাব করছি, সর্বত্র 'রাষ্ট্র'-এর বদলে 'গেমেইনওয়েসেন' (কমিউনিটি) শব্দটি ব্যবহার করা হোক। এই শব্দটি চমৎকার একটি পুরনো জার্মান শব্দ, যেটা ফরাসি শব্দ 'কমিউন'-এর বদলে খুব ভালো ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।" (পৃষ্ঠা ৩২১-২২, মূল জার্মান সংস্করণ)

মনে রাখতে হবে, চিঠিটি যে পার্টি কর্মসূচি নিয়ে, এই চিঠির মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরের এক চিঠিতে মার্ক্স (চিঠির তারিখ, ৫ মার্চ, ১৮৭৫) সেই কর্মসূচিরই সমালোচনা করেছিলেন। ওই সময়ে এঙ্গেলস মার্ক্সের সাথে লন্ডনে থাকতেন। তাই, শেষের বাক্যে 'আমরা' বলতে তখন এঙ্গেলস নিঃসন্দেহে নিজের ও মার্ক্সের পক্ষ থেকে জার্মান শ্রমিক পার্টির নেতার কাছে কর্মসূচি থেকে 'রাষ্ট্র' শব্দটি বাদ দিয়ে 'কমিউনিটি' বসানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

কর্মসূচির এই ধরনের অদল বদলের প্রস্তাব করা হলে সুবিধাবাদীদের স্বার্থে কারচুপি-করা আজকের দিনের 'মার্ক্সবাদে'র পাণ্ডারা 'নৈরাজ্যবাদ' নিয়ে কী শোরগোলই না তুলত!

করুক ওরা হইচই। বুর্জোয়ারা এর জন্য তাদের প্রশংসা করবে। আমরা কিন্তু আমাদের কাজ করে যাব। পার্টির কর্মসূচি পরিমার্জন করার সময় মার্ক্স ও এঙ্গেলসের পরামর্শ আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যাতে সত্যের আরও কাছাকাছি পৌঁছনো যায়, বিকৃতির হাত থেকে মুক্ত করে মার্ক্সবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, যাতে আরও সঠিকভাবে আমরা শ্রমিক শ্রেণির মুক্তিসংগ্রামের দিকনির্দেশ দিতে পারি। বলশেভিকদের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যিনি এঙ্গেলস ও মার্ক্সের পরামর্শের বিরোধী। একমাত্র অসুবিধা হয়ত দেখা দিতে পারে পরিভাষা নিয়ে। জার্মান ভাষায় 'কমিউনিটি' বোঝায় এমন দুটো শব্দ আছে। এর মধ্যে এঙ্গেলস যেটি ব্যবহার করেছেন তা কোনও একটি কমিউনিটিকে বোঝায় না, সামগ্রিকভাবে কমিউনিটি ব্যবস্থাকে বোঝায়। রুশ ভাষায় এমন কোনও শব্দ নেই এবং আমাদের হয়ত ফরাসি 'কমিউন' শব্দটিকে বেছে নিতে হবে, যদিও সেটিরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।

"কমিউন আর যথার্থ অর্থে রাষ্ট্র ছিল না"— তত্ত্বের দিক থেকে এই হল এঙ্গেলসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উক্তি। আগে যা বলা হয়েছে, তারপরে এই উক্তির অর্থ সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পারা যায়। কমিউনকে যেহেতু জনসাধারণের অধিকাংশকে নয়, সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশকে (শোষকদের) দমন করতে হয়েছিল, সেই অর্থে কমিউনের রাষ্ট্রসত্তা লোপ পাচ্ছিল। বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করেছিল কমিউন। একটা বিশেষ দমনকারী শক্তির বদলে খোদ জনসাধারণই কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিল। রাষ্ট্রের যথার্থ অর্থ থেকে এই সবকিছুই আলাদা। কমিউন যদি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারত, এর মধ্যে থাকা রাষ্ট্রের সমস্ত চিহ্নই আপনা থেকেই ক্রমশ ক্ষয় পেতে পেতে বিলুপ্ত হয়ে যেত। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলিকে উচ্ছেদ করার প্রয়োজন হত না— যে অনুপাতে তাদের করার কিছু থাকত না, সেই অনুপাতে তারা কাজ করাও বন্ধ করে দিত।

"নৈরাজ্যবাদীরা 'জনগণের রাষ্ট্রকে' আমাদের মুখের উপর ছুঁড়ে মেরেছে।" এই কথা বলার সময়ে এঙ্গেলসের মনে ছিল বিশেষভাবে বাকুনিন ও জার্মান সোসাল ডেমোক্র্যাটদের উপর তাঁর (বাকুনিনের) আক্রমণের কথা। এই আক্রমণকে এঙ্গেলস ততদূর ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকার করেছেন যতটা পরিমাণে 'জনগণের রাষ্ট্র' হল 'মুক্ত জনগণের রাষ্ট্রে'র মতোই সমান অর্থহীন ও সমাজতন্ত্র থেকে একই রকম ভাবে বিচ্যুত। এঙ্গেলস চেষ্টা করেছেন নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জার্মান সোসাল ডেমোক্র্যাটদের সংগ্রামকে সঠিক পথে আনতে, সেই সংগ্রামকে নীতির দিক থেকে নির্ভুল করে তুলতে, 'রাষ্ট্র' প্রসঙ্গে সুবিধাবাদী কুসংস্কার থেকে তাকে মুক্ত করতে। কিন্তু হায়! এঙ্গেলসের চিঠি ছত্রিশ বছর ধরে ধামাচাপা পড়ে থাকল। এই প্রসঙ্গে আমরা পরে আরও দেখব যে, এই চিঠি প্রকাশিত হওয়ার পরেও এমনকি, কাউটস্কি একগুঁয়ের মতো মূলত ঠিক সেই ভুলগুলিরই পুনরুক্তি করেছেন যার বিরুদ্ধে এঙ্গেলস হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন।

১৮৭৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর এক চিঠিতে বেবেল এঙ্গেলসের চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন। সেই চিঠিতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে তিনি লিখেছিলেন, খসড়া কর্মসূচির যে সমালোচনা এঙ্গেলস করেছিলেন, তার সাথে তিনি পুরোপুরি একমত এবং আপসমুখিতার জন্য তিনি লিবনেক্টকে তিরস্কার করেছেন (বেবেলের স্মৃতিকথার জার্মান সংস্করণ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৪)। কিন্তু আমরা যদি বেবেলের 'আমাদের লক্ষ্য' পুস্তিকাটিকে দেখি, সেখানে রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা লক্ষ্য করা যায়। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

'শ্রেণিশাসনের ভিত্তিতে তৈরি রাষ্ট্রকে জনগণের রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে হবে।' (উনসেরে জেইলে, জার্মান সংস্করণ, ১৮৮৬, পৃষ্ঠা ১৪) বেবেলের পুস্তিকার নবম সংস্করণে (নবম!) এই কথা ছাপা হয়েছিল! এঙ্গেলসের বিপ্লবী ব্যাখ্যা যখন নিরাপদে বাক্সবন্দি করে ফেলে রাখা হয়েছিল, জীবনের সমস্ত পরিস্থিতিই যখন জনসাধারণকে দীর্ঘকালের জন্য বিপ্লব থেকে 'দূরে সরিয়ে রাখা'র উপযোগী ছিল, সেই সময়ে রাষ্ট্র সম্পর্কে নাছোড়বান্দার মতো বারবার প্রচারিত সুবিধাবাদী ধারণা যে জার্মান সোসাল ডেমোক্র্যাটরা গলাধঃকরণ করবে, তাতে আর আশ্চর্য কী। (চলবে)

২০২৩

বিশ্ব জুড়ে শ্রমজীবী মানুষ আন্দোলনে

পুঁজিবাদ যত সঙ্কটগ্রস্ত হচ্ছে, পুঁজিপতি শ্রেণি ততই সেই সঙ্কটের বোঝা শ্রমজীবী মানুষের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের জীবন পৃথিবী জুড়েই হয়ে উঠছে দুর্বিষহ। স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষোভ বাড়ছে জনগণের মধ্যে। আর সেই ক্ষোভ সর্বত্রই বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়ছে। বাদ যাচ্ছে না তথাকথিত উন্নত দেশগুলিও। ২০২৩ সাক্ষী আছে দেশে দেশে এমন অসংখ্য বিক্ষোভ আন্দোলনের। প্রয়োজন শুধু উপযুক্ত নেতৃত্বের এবং সঠিক রাস্তার। সংগ্রামী বামপন্থাই যে সেই রাস্তা তা-ও ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

ফ্রান্স ঃ অবসরের বয়সসীমা ৬২ থেকে বাড়িয়ে ৬৪ বছর করার প্রতিবাদে উত্তাল হয় ফ্রান্সের রাজপথ। ১৯ জানুয়ারি বিদ্যুৎ-রেল-শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের দশ লাখেরও বেশি কর্মচারী ধর্মঘট পালন করেন, রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান। ২৩ মার্চ বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা বেতন বৃদ্ধি ও কাজের নিরাপত্তার দাবিতে শুরু করেন সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘট। দেশজুড়ে বিদ্যুতের উৎপাদন ৫০০০ মেগাওয়াট কমে যায় এই কর্মবিরতির প্রভাবে।

গ্রেট ব্রিটেন ঃ বিদ্যুৎ ও রেল দপ্তরের কর্মী, নার্সিং ও প্যারামেডিকেল পেশার সাথে যারা যুক্ত, দমকল কর্মী এবং শিক্ষক— এই ফ্রন্টলাইন কর্মীদের ধর্মঘট করাকে বেআইনি ঘোষণা করে নতুন আইন আনে সরকার। ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার এই অগণতান্ত্রিক আইনের প্রতিবাদে ১ ফেব্রুয়ারি ব্রিটেনের শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ ধর্মঘট পালন করেন।

৮ মার্চ পরিবহন দপ্তরের দশ হাজার কর্মী সহ ছাত্র ও শিক্ষকদের বিশাল বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয় লন্ডন শহরের বুকে।

১৩ থেকে ১৫ মার্চ নবীন ডাক্তাররা বেতন বৃদ্ধি ও কাজের নিরাপত্তা চেয়ে এবং কাজের চাপ কমানোর দাবিতে ৭২ ঘন্টা ধর্মঘট পালন করেন।

১৫ মার্চ বেতন বৃদ্ধির দাবিতে এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ও পেনশন কমানোর প্রতিবাদে চল্লিশ হাজারেরও বেশি প্রমিক যোগ দিলেন 'মার্চ টু লন্ডন' পদযাত্রায়।

মার্চের ১৫ এবং ১৬ তারিখ লন্ডনের সাংবাদিকরা ধর্মঘট করেন।

১৫ থেকে ১৮ মার্চ, পরিবহন দপ্তরের কর্মী এবং গাড়ি চালকরা পেনশনের দাবিতে এবং ছাঁটাই ও কাজের পরিবেশের ক্রমাবনতির প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করেন।

জার্মানি ঃ 'জয়েন্ট ফোরাম' সংগঠনের শ্রমিকরা মার্চ এবং এপ্রিল মাসে খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে দফায় দফায় ধর্মঘট করেন।

মার্চের শুরুতে অনির্দিষ্টকাল ব্যাপী ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে ডাকবিভাগের এক লক্ষ ষাট হাজার কর্মী ১১থেকে ২০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির দাবি আদায়ে সফল হন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে অটোমোবাইল ক্ষেত্রের ১৩০০০ কর্মী বেতন বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের ন্যায্য সুযোগ সুবিধা ফিরিয়ে আনা এবং পেনসনের দাবিতে ধর্মঘট করেন।

কানাডা ঃ ২৩ সেপ্টেম্বর, জীবনযাত্রা এবং কাজের পরিবেশের মানোন্নয়নের দাবিতে চল্লিশ হাজার সরকারি কর্মীর এক বিরাট মিছিল মন্ট্রিল অভিমুখে যায়।

ঘানা ঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি এবং অর্থনীতির ক্রম অবনতির প্রতিবাদে সেপ্টেম্বরে বিশাল বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।

গ্রিস ঃ ২ মার্চ, রেলের অনুপযুক্ত পরিকাঠামো এবং অপ্রতুল কর্মীসংখ্যার প্রতিবাদে রেলকর্মীরা ধর্মঘট করেন। দৈনিক কাজের সময় বাড়িয়ে ১৩ ঘন্টা করার প্রতিবাদে ২১ সেপ্টেম্বর গ্রিস জুড়ে ধর্মঘট পালন করেন সরকারি কর্মীরা।

বেলজিয়াম ঃ ধর্মঘটের অধিকারকে অবৈধ ঘোষণা করার প্রস্তাবিত বিল এনেছে বেলজিয়াম সরকার। এর প্রতিবাদে ১০ হাজার শ্রমিক বিক্ষোভ দেখান ৫ অক্টোবর।

মৃত্যুশতবর্ষে কমরেড লেনিনের চিন্তাধারার ব্যাপক চর্চা

মেদিনীপুর ঃ মহান নভেম্বর বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ৬ জানুয়ারি রেডক্রস সোসাইটি হলে 'যুদ্ধ-শান্তি প্রশ্নে লেনিন ও বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি' বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে মেদিনীপুর শহর লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপন কমিটি। আলোচক হিসেবে ছিলেন অলক হুই, দীপক বসু সহ বামপন্থী আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমল সাঁই। লেনিনের জীবনসংগ্রামকে গভীরভাবে অনুধাবন ও অনুশীলনের আহ্বান জানানো হয় সেমিনারে। ২১ জানুয়ারি লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ পূর্তির দিন লেনিনের ছবিতে মাল্যদানের আহ্বান জানান কমিটির সম্পাদিকা অনিন্দিতা জানা।

ঝাড়গ্রাম ঃ বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপকার লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে ঝাড়গ্রাম শহরের পাঁচমাথা মোড়ে, ঝাড়গ্রাম শহর লেনিন শতবার্ষিকী কমিটি এক সেমিনার আয়োজন করে। সভাপতিত্ব করেন কমিটির প্রেসিডেন্ট প্রশান্ত হাঁসদা, উপস্থিত ছিলেন সিপিএম দলের কমরেড নভেন্দু হোতা, এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়েক, কবি ও সাহিত্য সমালোচক ফটিক ঘোষ, কবি তপন চক্রবর্তী সহ প্রায় দেড়শো মানুষ। বক্তারা লেনিনের জীবনের নানা দিক আলোচনায় তুলে ধরেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা। (নিচে) ঝাড়গ্রাম

চুঁচুড়া ঃ শোষণহীন সমাজব্যবস্থার স্রষ্টা ও বিশ্বের মেহনতি-মুক্তিকামী মানুষের মহান নেতা লেনিনের সংগ্রাম ও শিক্ষাচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরতে ৩ জানুয়ারি চুঁচুড়ায় এক আলোচনা সভা হয়। 'লেনিনের স্বপ্ন, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও ভারতের বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন' বিষয়ে আলোচনা করেন এআইডিএসও-র রাজ্য সভাপতি কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড শুকদেব বিশ্বাস। সভায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে ঘড়ির মোড়ে একটি সুসজ্জিত মিছিল হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ মহান লেনিন মৃত্যুশতবর্ষে নিকারীঘাটা, ইটখোলা, গোপালপুর ও মেরিগঞ্জ চারটি অঞ্চলের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় হেড়োভাঙা বাজারে। আলোচনা করেন এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন দলের ক্যানিং সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড বাদল সরদার প্রমুখ। লেনিন চর্চাকে ছড়িয়ে দিতে একটি কমিটি গঠিত হয়।

বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার সোনামুখী শহরে পৌরসভা আবাসিক ভবনে ১ জানুয়ারি একটি সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন সোনামুখী কলেজের অধ্যাপক শচীন্দ্র কুমার। লেনিন স্মরণে স্বরচিত কবিতা পাঠ হয়। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন স্বপন নাগ। প্রধান বক্তা বিশিষ্ট চিকিৎসক সজল বিশ্বাস রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে মহান লেনিনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও শিক্ষাগুলি তুলে ধরে বলেন, আজকের তীব্র সঙ্কটের যুগেও তাঁর অমোঘ শিক্ষাগুলি মেহনতি মানুষকে সঠিক দিশা দেখাবে। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, লেনিনের শিক্ষাগুলি তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে একমাত্র যথার্থ মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দল এসইউসিআই(সি)। সভা থেকে লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপন কমিটি গঠিত হয়।

রঘুনাথগঞ্জে শিক্ষা কনভেনশন

মুর্শিদাবাদে জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর করতে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন প্রস্তুতি কমিটি রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক শাখার উদ্যোগে ৩১ ডিসেম্বর কালীতলা এল কে হাইস্কুলে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রছাত্রী, চিকিৎসক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা করেন অধ্যাপক সরিফুদ্দিন। উপস্থিত ছিলেন মোসাব্বর হোসেন। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক জামালউদ্দিন। সারোয়ার আলমকে সম্পাদক ও জামালউদ্দিনকে সভাপতি করে নতুন কমিটি গঠিত হয়। কনভেনশন পরিচালনা করেন ডাঃ রবিউল আলম। অমিতাভ মণ্ডল সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বারাসাত-বনগাঁ জেলা মহিলা সম্মেলন

নারী-শিশু পাচার, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, খুন বন্ধ করা ও নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, মদ সহ নানা মাদক দ্রব্য প্রসার বন্ধ করা, সমকাজে সমমজুরি এবং স্কিম ওয়ার্কার্সদের স্থায়ী সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দিয়ে সরকারি বেতন কাঠামোর আওতায় আনা প্রভৃতি দাবিতে ৩০ ডিসেম্বর বারাসাত-বনগাঁ জেলা এ আই এম এস এস-এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া গার্লস হাইস্কুলে। সম্মেলনে দুই শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্তনা দত্ত। সমাপ্তি ভাষণ রাখেন এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল বিশ্বাস। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এআই এম এস এস-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপ্না দাশগুপ্ত এবং এস ইউ সি আই (সি) দলের বারাসাত-বনগাঁ জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড তুষার ঘোষ। কমরেড শিবানী হালদারকে সভানেত্রী ও কমরেড ক্ষমা পণ্ডাকে সম্পাদিকা করে জেলা কমিটি গঠিত হয়।

ট্রেন দেরিতে চলার প্রতিবাদ

বেশ কয়েকদিন ধরে দক্ষিণ-পূর্ব শাখার ট্রেনগুলি দেরিতে চলার কারণে সমস্যায় পড়ছেন নিত্যযাত্রী, অফিসযাত্রী, ক্ষুদ্রব্যবসায়ী সহ বহু সাধারণ মানুষ। তিন ঘণ্টার যাত্রাপথ চার-পাঁচ ঘন্টা লাগিয়ে দিচ্ছে মেদিনীপুর-হাওড়া লোকাল ট্রেনগুলো। এর প্রতিবাদে ৪ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) দলের পক্ষ থেকে মেদিনীপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মিছিল ও স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। রেলযাত্রী সহ সাধারণ মানুষ এই কর্মসূচিকে দু'হাত তুলে সমর্থন জানান।

মেছেদা স্টেশনে ফুট ওভারব্রিজ চালুর দাবি

গত কয়েক দিন আগে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা মেছেদা স্টেশনের ফুট ওভারব্রিজটির স্বাস্থ্যপরীক্ষা করতে এসে হঠাৎ সেটি বন্ধ করে দেওয়ায় যাত্রীদের ঘুরপথে আপ ও ডাউন ট্রেন ধরতে হয়। ফলে জেলার হাজার হাজার যাত্রীর মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পূর্ব মেদিনীপুর শাখার পক্ষ থেকে ৫ জানুয়ারি স্টেশন ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এক মাসের মধ্যে নতুন ফুট ওভারব্রিজ চালু ও পুরনো ব্রিজ দ্রুত মেরামত, বাসস্ট্যান্ড থেকে স্টেশন যাওয়ার মুখে আবর্জনার স্তূপ অপসারণ, বিকল্প রাস্তায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, অফিস যাতায়াতের সময় মালগাড়ির ইয়ার্ড মার্সালিং না করা, পানের বুকিং কাউন্টারের কাছে টিকিট কাউন্টার চালু, দীঘা লোকাল আগের মতো চালু রাখা, পুরুলিয়া-আরণ্যক-ইস্পাত প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ এক্সপ্রেসগুলির মেছেদায় স্টপেজের ব্যবস্থা, বাসস্ট্যান্ড থেকে চিমুটিয়া রেলগেট পর্যন্ত রাস্তা মেরামত, যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মের লাইন বরাবর কিছুটা অংশ টিন অথবা বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড করা প্রভৃতি দাবি জানানো হয়।

স্টেশন ম্যানেজার দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং যেগুলি এখনই রূপায়ণ করা সম্ভব, সেগুলি দ্রুত কার্যকরী করার উদ্যোগ নেবেন বলে জানান।

মেছেদায় যুদ্ধবিরোধী ছবি আঁকলেন শিল্পীরা

প্যালেস্টাইনে এখনও প্রতিদিন অসংখ্য শিশু নারী ও সাধারণ মানুকে হত্যা করে চলেছে ইসরাইল। ২৯ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে মেছেদা স্টেশনে একটি যুদ্ধবিরোধী ছবি আঁকার অনুষ্ঠান হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যুদ্ধের বিরুদ্ধে তুলি কালি নিয়ে রাঙিয়ে তুলেছে তাদের প্রতিবাদের কথা। কর্মসূচিতে সামিল হন 'নন্দলাল বসু মেমোরিয়াল স্কুল অফ আর্টে'র ইনচার্জ অসিত সাঁই। তিনি বলেন, এখন ঘরে বসে ছবি আঁকার সময় নয়, আর্টিস্টদের আজ মানবতার পক্ষে রাস্তায় নামার সময়।

জেলা আর্টিস্ট ফোরামের যুগ্ম ইনচার্জ সুকান্ত বর্মন ও সুচেতা ঘোষ জানান, এভাবেই তারা ঘরের বাইরে ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করবেন আগামী দিনেও।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দলীয় আখড়ায় পরিণত করছে বিজেপি সরকার

ইউজিসি সম্প্রতি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়কে বলেছে, সতেরো ঊর্ধ্ব ছাত্রছাত্রীদের নাম ভোটার হিসাবে নথিভুক্ত করতে। কমিশন সচিব মনীশ জৈন ১৭ ডিসেম্বর সার্কুলারে বলেছেন, ভোটাধিকার সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। কমিশন আরও বলেছে, শিক্ষার কারিকুলামে ভোটার এডুকেশন, ইলেকটোরাল লিটারেসি যুক্ত করা হবে। জাতীয় ভোটার দিবসে ব্যাপক কর্মসূচি রূপায়ণ করা, ভোটের সময় ভোট সচেতনতা বাড়াতে ছাত্রছাত্রীদের রাস্তায় নামানো সহ নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন মিরান্ডা হাউস কলেজের ফ্যাকাল্টি মেম্বার আভাদেব হাবিব। তিনি ক্ষোভের সাথে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় হল শিক্ষা ও গবেষণার জায়গা। ভোটারদের নাম নথিভুক্তিকরণ এবং ভোট নিয়ে প্রচার প্রোপাগান্ডার জায়গা বিশ্ববিদ্যালয় নয়। তিনি উদ্বেগের সাথে বলেন, এটা শুরু করলেই এবিভিপি এবং অন্যান্য সংগঠন ঝাঁপিয়ে পড়ে হাইজ্যাক করবে এবং দলীয় আদর্শ প্রচারে নেমে পড়বে।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যে ইউজিসি ক্যাম্পাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাটআউট দিয়ে সেলফি পয়েন্ট করার কথা বলেছে। সাথে রাখতে বলেছে সরকারের কাজকর্মের প্রচারবার্তা। সবটাই সাজানো হবে সাদা ও গেরুয়া রঙে।

তিনি ক্ষোভের সাথে বলেন, শিক্ষা সরকারের উদ্দেশ্য নয়। সরকার ক্যাম্পাসকে বলছে যোগা দিবস, স্বচ্ছতা দিবস, জাতীয় ঐক্য দিবস, আর্মি দিবস, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক দিবস ইত্যাদি পালনের জন্য (তথ্যসূত্র ঃ দ্য টেলিগ্রাফ ৩০ ডিসেম্বর '২৩)।

এই সার্কুলার ঘিরে নানা প্রতিক্রিয়া উঠছে। প্রশ্ন উঠছে, নির্বাচন কমিশন যখন নির্দিষ্ট সময়ান্তরে নতুন ভোটারদের নাম নথিভুক্ত করছে, তখন এ কাজে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়কে নামানো কী প্রয়োজন? কেন্দ্র, রাজ্য, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন, রাজ্য নির্বাচন কমিশন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রতিটি নির্বাচনেই ভোট নিয়ে সচেতনতা প্রচার করে থাকে। তাতেও কি সচেতনতা হচ্ছে না? যে কারণে জরুরি ভিত্তিতে ছাত্রদের নামানোর পরিকল্পনা? আসলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে মোদির মহিমা প্রচারে নামিয়ে ভোট রাজনীতিতে ফায়দা তোলাই এর উদ্দেশ্য।

ভোটাধিকার একটা গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার। সেই অধিকারকে বিভিন্ন শাসক দল কেনাবেচার পণ্যে পরিণত করে ফেলেছে। সম্প্রতি পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় শাসক দল যেভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে নিলামে দর চড়িয়ে ভোট কিনে জিতল, তাতে এই অধিকারের মাহাত্ম্য ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ভোটে জেতার জন্য ধর্মে-বর্ণে বিভেদ লাগিয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটানোর নোংরা খেলা। রয়েছে বুথ দখল, ইভিএম মেশিনে কারচুপির শয়তানি রাজনীতি, রয়েছে খুন-সন্ত্রাস-রক্তপাত। সব মিলিয়ে ভোটের প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এর উপর রয়েছে ভোটের মাধ্যমে সরকার বদল হলেও জনবিরোধী নীতির বদল না-হওয়া।

সরকার বদল ছাড়া অথবা আগের শাসকের নবীকরণ ছাড়া কী হয় ভোট দিয়ে? এই চিন্তাও সমাজে রয়েছে। ভোট দিতে হয়, দিই— এমন নিস্পৃহ মানসিকতাই প্রবল। ছাত্রদের প্রচারে নামিয়ে একে পাল্টানো যাবে না। বিপরীতে পঠনপাঠনই মার খাবে।

মধ্যপ্রদেশে এআইডিএসও-র শিক্ষাশিবির

২৪-২৫ ডিসেম্বর গোয়ালিয়রে এআইডিএসও-র দু-দিনের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে বিভিন্ন জেলা থেকে ১৭৫ জন ছাত্রপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের 'মার্ক্সবাদ মানবসমাজ কি বিকাশ পর' এবং কমরেড নীহার মুখার্জীর 'ছাত্র আন্দোলন কি দিশা অউ'র জিম্মেদারি' বই দুটি নিয়ে আলোচনা হয়। বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির অফিস সম্পাদক কমরেড শিবাশিস প্রহরাজ।

দ্বিতীয় দিন এস ইউ সি আই (সি)-র মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল বর্তমান সময়ে ছাত্র আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে শক্তিশালী আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান জানান এবং শিক্ষা ও সমাজের উপর নানা ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করতে উচ্চ নীতি-নৈতিকতা ও বিপ্লবী চিন্তাধারার ভিত্তিতে উচ্চ সংস্কৃতিকে জীবনে আয়ত্ত করার সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

ত্রিপুরায় মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার প্রতিবাদ

ত্রিপুরায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের মতোই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী আরও ১০০টি মদের

দোকান খোলার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর প্রতিবাদে এআইএমএসএস, এআইডিওয়াইও, এআইডিএসও ১ জানুয়ারি আগরতলায় এক বিক্ষোভ সভার আয়োজন করে। দাবি ওঠে— অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে মদ ও মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে, অপসংস্কৃতি রোধে সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, শিশু ও মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে, সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করতে হবে। বক্তব্য রাখেন এআইডিএসও-র রাজ্য সভাপতি মৃদুলকান্তি সরকার, এআইএমএসএসের রাজ্য সভানেত্রী শিবানী দাস।

এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সভাপতি ভবতোষ দে বলেন, এমনিতেই রাজ্যে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, শিশু পাচার, ইভটিজিং-এর মতো ঘটনা বেড়ে চলেছে। গ্রাম শহর কোথাওই ছাত্রী ও মহিলাদের নিরাপত্তা বিন্দুমাত্র নেই। গাঁজা, ড্রাগ সহ বিভিন্ন ধরনের নেশায় ছাত্রযুবকরা দিশেহারা। মদের লাইসেন্স পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে দলের পক্ষ থেকে রাজ্যের সর্বত্র স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে। রাজ্য সরকারগুলির দুর্নীতি, সারের কালোবাজারি বন্ধ, স্মার্ট মিটার প্রতিরোধ, কেন্দ্রের নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ও বিদ্যুৎ বিল বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে ২ জানুয়ারি পুরুলিয়া শহরে মানভূম মোড়ে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ হয়। এই কর্মসূচি সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাক্ষর দিতে এগিয়ে আসেন।

মালদা শহরে স্বাক্ষর সংগ্রহ

সন্দেশখালির ঘটনা প্রসঙ্গে সিপিডিআরএস

সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিক, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও সাংবাদিকদের ওপর হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএসের রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক ৬ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

আমরা এ প্রসঙ্গে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের অসাংবিধানিক ও বিপজ্জনক মন্তব্য প্রত্যাহার করার এবং উপরোক্ত হামলার নিরপেক্ষ বিচার করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। পাশাপাশি, ইডি-সিবিআই তথাকথিত 'নিরপেক্ষ', 'স্বশাসিত' এই সংস্থাগুলিও আজ বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মুখে। এটাও অত্যন্ত উদ্বেগের।

নোট ছাপাতে বিপুল ব্যয় অথচ মিড-ডে মিলে বরাদ্দ কমল

২০১৬-এর ৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হঠাৎই ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এতে কালো টাকা উদ্ধার হবে, জাল নোটের সমস্যা মিটবে, বাজারে নগদের পরিমাণ কমে ডিজিটাল লেনদেন বাড়বে এবং সন্ত্রাসবাদ নির্মূল হবে। রাতারাতি পড়িমরি করে ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা জমা দিতে গিয়েই শুধু মারা গিয়েছিলেন দেড়শোর বেশি মানুষ! অসুস্থ, বৃদ্ধরাও রেহাই পাননি। নোট বাতিলের কারণে ছোট ব্যবসা, অসংগঠিত ক্ষেত্র মুখ থুবড়ে পড়ে। কোটি কোটি মানুষ কাজ হারান। বন্ধ হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ ছোট ব্যবসা। এগুলির সাথে যুক্ত অসংখ্য পরিবার নিঃস্ব হয়ে যায়। তবুও অধিকাংশ মানুষ তা কষ্ট করে মেনে নিয়েছিলেন এই ভেবে যে, প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করবেন, তাঁদের জীবনের সঙ্কটের কিছুটা হলেও সুরাহা হবে।

প্রতিশ্রুতি পূরণ তো দূরের কথা, উল্টে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের পর বাজারে টাকার জোগান বাড়াতে রাজকোষের অর্থ বিপুল পরিমাণে খরচ করে ২০০০ টাকার নোট ছাপা শুরু হয়। এর জন্য মোট ১৭ হাজার ৬৮৮ কোটি টাকা ব্যয় করে অর্থমন্ত্রক। সেই সময় সমস্ত ব্যাঙ্কের এটিএমে নোট রাখার ট্রে-ও বদলাতে হয়েছিল। অর্থমন্ত্রক সম্প্রতি দুই সাংসদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছে এর পেছনেই শুধু খরচ হয়েছে ৩২.২০ কোটি টাকা। আবার গত সেপ্টেম্বরের মধ্যে দু-হাজার টাকার নোট তুলে নেওয়ার ঘোষণা করায় নোট ছাপানোর বিপুল খরচ জলে গেল পুরোপুরি। সরকারের একের পর এক খামখেয়ালি সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিবেচনাহীন সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সাধারণ মানুষ পড়েছেন বিপাকে।

দিকে শিশুশিক্ষার জন্য অপরিহার্য মিড ডে মিলের খাতে খরচ কমানো হচ্ছে। গত বছরের থেকে এ বছর তা আরও কমানো হয়েছে। কেন্দ্র মিড ডে মিলের জন্য বছরে মাত্র ১২ হাজার কোটি টাকা খরচের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিপুল ছাত্র-সংখ্যার নিরিখে যা অত্যন্ত কম। মোদি সাহেবের নির্বাচনী চমক ছিল নোট বাতিল। আর তার মাশুল গুনছে স্কুলের শিশুরাও— সাধারণ মানুষের সাথে আধপেটা মিড-ডে মিল খেয়ে।

পাঠকের মতামত

দুঃসময়

একটা খুব জটিল এবং কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ৭৫ বছরের ইতিহাসে এমন কঠিন সময় খুব একটা আসেনি।

আমি রাজনৈতিক দুর্নীতি, নেতাদের জেলে যাওয়া, রোজ কারও না কারও বাড়িতে সিবিআই হানা দেওয়ার কথা বলছি না। কোনও রাজনৈতিক শত্রুতার কথাও বলছি না, রাজনৈতিক বিদ্বেষের জন্য বুদ্ধিজীবীদের জেলে পোরার মতো ঘটনার কথাও উল্লেখ করছি না। কারণ ভারতের সাধারণ মানুষ কখনও রাজনীতি, প্রশাসন, রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ে চিন্তাভাবনা করেননি। কোনও রাজতন্ত্র শাসনযন্ত্র প্রশাসনকে পরোয়া করেননি। তাঁরা নিজের মতো বাঁচতে চেয়েছেন। এই বাঁচাটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সৌহার্দ্যের সঙ্গে বাঁচা।

মানুষের মধ্যে নানা পার্থক্য আছে— ধর্মের পার্থক্য, চিন্তাভাবনার পার্থক্য, পোশাক ও রুচির পার্থক্য। এই পার্থক্য সত্ত্বেও একটা আত্মীয়তার বন্ধনও সমাজে তৈরি হয়েছিল।

আজকের ভারতবর্ষে কিন্তু ঠিক বিপরীত জিনিসটাই চলছে। তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে মানুষে মানুষে বিভেদ। বিভেদকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বড় করা হচ্ছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ককে বৈরিতা হিসাবে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। এ কথাটি ঠিক যে, ইসলামের চিন্তাভাবনা, ধর্ম-সংস্কৃতি ভারতের বাইরে থেকে আসা। কিন্তু এটাও স্বীকার করে নিতে হবে মুসলমানদের অধিকাংশই ধর্মান্তরিত হিন্দু, বিদেশ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা নয়।

আর একটা বড় কথা ইসলামি সংস্কৃতি বলতে আমরা এখন যেটাকে বুঝি, খেয়াল করলে দেখা যাবে, তার একটি আলাদা রকমের ভারতীয়করণ হয়েছে। এখানকার ইসলাম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান প্রধান দেশগুলির সঙ্গে কিন্তু অনেকটাই মেলে না। সেটা ভাষা হতে পারে, শিল্প-সংস্কৃতি হতে পারে, সঙ্গীত চর্চা হতে পারে, এমনকি ধর্মও হতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলির সঙ্গে তার বহু পার্থক্য পাওয়া যায়।

খুব স্বাভাবিক একটা ধারণা তৈরি করা হয়েছে যে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল। মুসলমান মানেই পাকিস্তানপন্থী এবং ভারতের শত্রু। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, মুসলিম মানেই পাকিস্তানপন্থী কেন হবে? দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইসলাম মানেই সন্ত্রাসবাদী।

সব মুসলমানই যে সন্ত্রাসবাদী এই দাগিয়ে দেওয়াটা বিদ্বেষ প্রসূত। তাহলে তো নাথুরাম গডসের ব্যাপারটা ওঠে এবং সব হিন্দুদের ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে দেওয়া যায়। সেটা কে মানবে? একটা কল্পিত প্রাচীন ভারতের ম্যাপকে তুলে ধরে বলা হচ্ছে এটাই বৃহত্তর ভারত। বাস্তব হল এরকম বৃহত্তর ভারত কখনওই ছিল না। প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষের ষোড়শ মহাজনের পদের হদিশ পাওয়া যায় বৃহৎ রাজ্যের যাত্রাপথে। অর্থাৎ ১৬টি বড় বড় রাজ্য ছিল। সেখান থেকে বড় রাজ্য গড়ার প্রয়াস করেন মহাপদ্ম নন্দ, এর পর অশোকের রাজত্ব। কিন্তু ত্রিপুরা সহ বাংলাদেশের পূর্ব অংশ এর বাইরে ছিল। দাক্ষিণাত্যের বিরাট একটি অংশও এর বাইরে ছিল। হুন আমলে এই রাজ্য অনেকটাই বিস্তারিত হয়। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে কনিষ্ক তথাকথিত ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত নন, বহিরাগত।

সমুদ্রগুপ্তের আমলে গুপ্তরাজ্য বা পরে বিক্রমাদিত্যের আমলেও গোটা ভারতবর্ষের যে ছবিটা তুলে ধরা হয়, তা থেকে বৃহত্তর ভারতের ধারণাকে সত্য প্রমাণ করা যাবে না। কারণ দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ জায়গাতেই আলাদা রাজা ছিল এবং তাদের শিল্প সংস্কৃতি আলাদা ছিল। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা রাজনৈতিক দিক দিয়ে এসব রাজারা কেউই নিজেদের ভারতবর্ষের রাজা বলে ঘোষণা করেননি। এমনকি ব্রিটিশদের থেকে যখন আমরা স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিলাম তখনও দেখেছি ব্রিটিশ ভারত ছাড়াও শ'খানেক দেশীয় রাজ্য আছে। তাদের মধ্যে কেউ পাকিস্তানে যেতে চায় তো কেউ স্বাধীন থাকতে চায়।

কিছুদিন আগে নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের সময় দেখা গেল অনেক সাধু সন্ন্যাসীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু যেভাবে অন্য প্রধান ধর্মগুলোকে চেপে দেওয়া হচ্ছিল তাতে ভয় লাগছিল এটা হিন্দু ধর্মের রূপ নয়। এখানে অনেক উপজাতি রয়েছে চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী তাদের দেবতা তারা কোথায়? উত্তর-পূর্বে যে উপজাতিরা রয়েছে তাদের দেবতারা কোথায়? সংখ্যার গুরুভারকে গুরুত্ব দিয়ে চেপে দেওয়া হচ্ছে সংখ্যালঘুদের।

যারা প্রাচীন ভারতের জয়গাথার কথা বলেন তারা ভুলে যান, প্রাচীন ভারতে প্রধান হিন্দু ধর্মের মধ্যেই অনেক মত। এই পরিসরের বাইরে ছিল আরও অসংখ্য মত ও ধর্ম। দর্শনের দিক দিয়ে ভারত ছিল বহুধা বিভক্ত, সেখানে এমনকি নাস্তিকরাও সসম্মানে ছিলেন। হিন্দু ধর্মের একটি প্রতিবাদী রূপ ছিল আজীবক জৈন এবং বৌদ্ধরা। ইতিহাসে পাওয়া যায় একই সময়ে একই গ্রামে বৌদ্ধ, জৈন এবং আজীবকেরা ধর্ম প্রচার করছেন, কিন্তু কোনও সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি নষ্ট হচ্ছে না। দাঙ্গা হাঙ্গামা হচ্ছে না।

আসলে যারা প্রাচীন ভারতের গৌরবের কথা তোলেন তারা এই তথ্যগুলো আমাদের সামনে তুলতে ভুলে যান, কারণ তারা জানেন তাতে তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি হবে না। আসলে আমরা খালি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য খুঁজিনি। ঐক্যের মধ্যে যে বৈচিত্র্য থাকতে পারে তাকে স্বীকার করতে শিখেছি। ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন সেই শেখাকেই তছনছ করতে চায়।

রবিব্রত ঘোষ, দুর্গাপুর

দণ্ডসংহিতার স্বৈরাচারী পদক্ষেপ রুখলেন ট্রাক চালকরা

দেখি কে আমাদের আটকায়! এমনই বেপরোয়া ভাব বিজেপির। একদিকে সংসদে তাদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা, অন্য দিকে বিরোধী সংসদীয় দলগুলির অনৈক্য, তাদের ছন্নছাড়া মনোভাব এবং বামপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতা। এই সুযোগে বিজেপির 'নেই পরোয়া' মনোভাব। এই ঔদ্ধত্য এমনই যে সম্প্রতি ১৪৬ জন বিরোধী সাংসদকে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ভাবে, বিনা কারণে সংসদ থেকে বহিষ্কার করেছে। সংসদকে কার্যত বিরোধীশূন্য করে, কোনও বিতর্ক, কোনও আলোচনার সুযোগ না দিয়ে উভয় কক্ষে পাস করিয়ে নিয়েছে দণ্ডসংহিতা বিল।

সংসদে গায়ের জোরে আইন পাস করানো এক জিনিস। কিন্তু তা মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে জোর করে মানাতে গেলে জনগণও যে প্রতিরোধ করতে পারে, এই কথাটাই শাসক শ্রেণি ক্ষমতার দম্ভে ভুলে যায়। এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটাই আবারও দেশবাসীর সামনে তুলে ধরলেন ট্রাক চালকরা।

কী ভাবে? হঠাৎ ট্রাকচালকদের ক্ষোভ আছড়ে পড়ল কেন দণ্ডসংহিতার বিরুদ্ধে? কারণ দণ্ডসংহিতার ১০৬/২ ধারায় বলা হয়েছে, ধাক্কা মেরে পালালে গাড়ি চালকের ১০ বছর পর্যন্ত জেল ও ৭ লক্ষ টাকা জরিমানা হবে। এর বিরুদ্ধেই ট্রাক ও বাণিজ্যিক গাড়ির চালকরা ১ জানুয়ারি থেকে এক মাসের সারা ভারত ধর্মঘটের ডাক দেয়। ধর্মঘটের প্রথম দিনেই সারা দেশে লাখ লাখ ট্রাক বন্ধ রেখে বিভিন্ন স্থানে রাস্তা অবরোধে সামিল হন ট্রাক চালকরা। টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। প্রবল চাপের মুখে পড়ে নরেন্দ্র মোদি সরকার। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে মোদি সরকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভল্লাকে পরিবহন সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনায় পাঠাতে বাধ্য হয়।

আলোচনায় নেতৃবৃন্দ ক্ষোভের সাথে প্রশ্ন তোলেন, কেন তাদের সঙ্গে আলোচনা না করেই এমন কঠোর আইন করা হয়েছে। যে অপরাধে দু'বছরের জেল ছিল, তা বাড়িয়ে কেন ১০ বছর করা হয়েছে? আর ৭ লক্ষ টাকা জরিমানা কি দেওয়া সম্ভব ১০-১৫ হাজার টাকা মজুরি পাওয়া চালকের পক্ষে? তা দিতে পারলে ট্রাকের মালিকই তো হয়ে যেতেন চালকরা। এ সব জেনেও কেন এমন আইন করা হয়েছে?

এই আইনের ফলে ট্রাকচালক পুলিশকে দুর্ঘটনার খবর জানিয়েছিলেন কি না, তার উপর নির্ভর করবে জরিমানা ও কারাদণ্ডের পরিমাণ। ফলে পুলিশের ঘুষ খাওয়ার রাস্তা আরও প্রশস্ত হবে বলে অভিযোগ করছেন ট্রাকচালকরা। এই আইন কার্যত ট্রাক চালকদের হাতে মারার কল ছাড়া আর কিছু নয়। এই আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করা না হলে আন্দোলন লাগাতার চলবে, গাড়ির চাকা ঘুরবে না, পণ্য পরিবহন হবে না। তাতে অর্থনীতি থমকে দাঁড়ালে তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে কেন্দ্রীয় সরকার।

ট্রাক চালকদের এই দৃঢ় অবস্থানেই কাজ হয়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে পারে বুঝতে পেরে স্বরাষ্ট্র সচিব আশ্বাস দেন, ১০৬/২ ধারাটি কার্যকর করার আগে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। তারপর সিদ্ধান্ত হবে।

ট্রাক চালকদের এই জয় মনে করিয়ে দেয় দিল্লির কৃষক আন্দোলনের কথা। এই দুটি আন্দোলন যুগপৎ দেখিয়ে দেয়, শত শত এমএলএ, এমপি— তাঁরা দণ্ডসংহিতা বিল বাতিলের জন্য যা করতে পারেননি, ট্রাক চালকরা তা করে দেখালেন। এখানেই সংগঠিত জনতার শক্তির জোর। আন্দোলনের জোর। আন্দোলনই জনগণকে তেজোদীপ্ত করে তোলে। শাসকের আক্রমণের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড় করায়। আন্দোলনই শাসকের দম্ভচূর্ণ করে দাবি আদায় করে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করে।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের সম্মেলন

কোলাঘাট ঃ গ্রামীণ চিকিৎসকদের সুনির্দিষ্ট কোর্স ও সিলেবাস অনুযায়ী বিজ্ঞানভিত্তিক ট্রেনিং দিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান ও সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় স্থায়ীভাবে নিয়োগের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুরে ১৯ ডিসেম্বর গ্রামীণ চিকিৎসকদের সংগঠন 'প্রোগ্রেসিভ মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া' (পিএমপিএআই)-র কোলাঘাট ব্লক কমিটির আহ্বানে অভিনন্দন লজে তৃতীয় ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতিত্ব করেন ব্লক কমিটির সভাপতি ডাঃ মোজাফর আলি খান। উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সম্পাদক ডাঃ ভবানীশংকর দাস, জেলা সম্পাদক ডাঃ মেহেতাব আলি, বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্রবীর ভৌমিক ও পিএমপিএআই-র রাজ্য সভাপতি ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক প্রমুখ।

সম্মেলন থেকে ডাঃ মোজাফফর আলি খানকে সভাপতি ও ডাঃ নিতাই বেরাকে সম্পাদক করে ব্লক কমিটি গঠিত হয়। প্রায় দু'শতাধিক গ্রামীণ চিকিৎসক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

মহিষাদল ঃ ২০ ডিসেম্বর ওই জেলারই মহিষাদল ব্লক কমিটির ষষ্ঠ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠান অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মন্ডল।

সম্মেলনে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবং পিএমপিএআই-এর রাজ্য সভাপতি ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি, জেলা সভাপতি অর্জুন ঘোড়ই ও রামচন্দ্র সাঁতরা, ডাঃ রমেশ গিরি এবং আমরি হাসপাতালের ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ বিনায়ক চন্দ্র প্রমুখ। সম্মেলনে শতাধিক গ্রামীণ চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতা বইমেলায়

গণদাবী

স্টল নম্বর ঃ ৫৩৬

র‍্যাট হোল মাইনার ঃ শ্রমিকের দু'টি হাতের কোনও বিকল্প নেই

'মানুষের সাথে মানুষের মতো ব্যবহার করা হোক। দেশে ভালবাসা-সম্প্রীতি বজায় থাকুক।' মহম্মদ ইরশাদের স্বপ্ন বা চাওয়া এটুকুই। পঁয়তাল্লিশ বছরের মহম্মদ ইরশাদ সেই বারো জন র‍্যাট হোল শ্রমিকের একজন, যাঁরা নিজের জীবন বাজি রেখে উত্তরাখণ্ডে সিল্কিয়ারার সুড়ঙ্গে আটকে পড়া শ্রমিক ভাইদের মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন।

নিজস্ব একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই আজও হয়নি ইরশাদের। কয়েক বছর আগে মিরাট থেকে সপরিবারে দিল্লি চলে এসেছেন বেসরকারি সংস্থার সাথে চুক্তি শ্রমিক হিসাবে কাজ করবেন বলে। আর পাঁচজন বাবার মতোই ইরশাদও চান, ছেলেমেয়েরা একটু ভালো করে পড়াশুনা শিখুক, নিজের পায়ে দাঁড়াক। কিন্তু এত বড় সাফল্যের পর কী চাইছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে সংবাদমাধ্যমের কাছে নিজের জন্য বাড়ি-ঘর-টাকাপয়সার কথা বলেননি ইরশাদ, বলেছেন মানুষে মানুষে ভালোবাসা সম্প্রীতির কথা। এই বারোজনের দলটির বেশিরভাগ শ্রমিক ধর্মে মুসলমান, কিছুজন দলিত সম্প্রদায়ের। এসেছেন মূলত উত্তরপ্রদেশের নানা প্রান্ত থেকে। ধর্ম বা জাতিগত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে মানুষকে শুধুমাত্র মানুষ হিসাবেই দেখা, কিংবা সুস্থভাবে সসম্মানে বাঁচতে দেওয়ার পরিবেশ— এসবই যে শাসক শ্রেণি দেশে সুপরিকল্পিত ভাবে ধ্বংস করছে, সে কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতিদিনের জীবনযন্ত্রণা মথিত করে উঠে আসা সেই দীর্ঘশ্বাসই ধরা পড়েছে ইরশাদের কথায়।

সংকীর্ণ বিপদসংকুল জায়গায় বিশেষ প্রক্রিয়ায় সরু সুড়ঙ্গ খুঁড়ে তার মধ্যে ঢুকে কাজ করতে হয় র‍্যাট-হোল শ্রমিকদের। মারাত্মক ঝুঁকির কারণে এ পেশা খাতায় কলমে নিষিদ্ধ হলেও এই মানুষগুলোর জীবনযুদ্ধে সেই নিষেধাজ্ঞার কোনও প্রভাব পড়েনি। পেট চালানোর জন্য দিনের পর দিন এই ঝুঁকির কাজই করে যেতে বাধ্য হন তাঁরা। সুড়ঙ্গে চাপা পড়া একচল্লিশ জন শ্রমিক যখন মৃত্যুর প্রহর গুনছেন, বিদেশ থেকে আসা সুড়ঙ্গ-বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তিবিদরা যখন রীতিমতো ফেল, মেশিন দিয়ে বারবার নানা ভাবে গর্ত খুঁড়েও মানুষগুলোর কাছাকাছি পৌঁছানো যাচ্ছে না, তখনই ডাক পড়েছিল এই শ্রমিকদের। অন্ধকূপে মরতে বসা একচল্লিশটি প্রাণকে তারা ফিরিয়ে এনেছেন আলোয়, লোকসঙ্গীতের কিংবদন্তী শ্রমিক-চরিত্র জন হেনরির মতোই যেন হয়ে উঠেছেন 'মেশিনের প্রতিদ্বন্দ্বী'। দুদিনের জন্য এই র‍্যাট হোল শ্রমিকদের ছবি ছাপা হয়েছিল সংবাদপত্রে। সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন মিডিয়ার সামনে তাদের সাথে ছবি তোলার জন্য। কিন্তু এই বারো জন অসাধ্য সাধনের পুরস্কার কী চান? তাঁদের রুজিরুটির লড়াইতে কি কোনও বদল আসবে এর পরেও?

পঁয়ত্রিশ বছরের মহম্মদ কুরেশি সহজ করে বলেছেন সার সত্যি কথাটি। 'শ্রমিক ভাইয়েরা এখানে বাঁচিয়ে এনেছে শ্রমিক ভাইদের।' এক অসম্ভব রূপকথার মতো শুনতে লাগে তাদের অভিজ্ঞতার কথা। বারো জন শ্রমিক মিলে ছাব্বিশ ঘণ্টা লাগাতার কাজ করেছেন, সুড়ঙ্গের ধ্বংসস্তূপ ঠেলে এগোনোর জন্য ৮০০ মিলিমিটার সরু পাইপের মধ্যে দিয়ে গর্ত খুঁড়ে পথ তৈরি করেছেন। বিদেশ থেকে আনা যন্ত্র দিয়ে যে কাজ হয়নি, এই বারো জন শ্রমিকের অসামান্য দক্ষ হাত হাতুড়ি-শাবল-ছেনি চালিয়ে তা করে দেখিয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে, সিল্কিয়ারার ঘটনা কি অনিবার্য ছিল? পরিবেশবিদ এবং বিজ্ঞানীদের সতর্কবার্তা, পরামর্শ অগ্রাহ্য করে, পরিবেশের ক্ষতি করে প্রধানমন্ত্রীর সাধের চারধাম প্রকল্প গড়ে তুলে দেশের সাধারণ মানুষের কোন মঙ্গলসাধন করতে চাইছে বিজেপি সরকার? এতজন শ্রমিককে যে ঝুঁকি নিয়ে সুড়ঙ্গে নামতে হল এবং ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আটকে থাকতে হল এতদিন, এর দায় এবং দায়িত্ব কার? ওই একই সময়ে লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে যখন দেশজুড়ে বিশ্বকাপের উদযাপন চলছে, প্রধানমন্ত্রী বা তার দলের নেতা-মন্ত্রীরা কতবার এসে দাঁড়িয়েছেন ওই মরণকূপের সামনে? কতবার ছুটে গেছেন বিপন্ন শ্রমিকদের পরিবার-পরিজনদের কাছে? উদ্ধারকাজের আলোচনার ভিড়ে প্রায় হারিয়ে যাওয়া এই জরুরি প্রশ্নগুলো ফিরে এসেছে বারো জনের দলের আরেক সদস্য ফিরোজ কুরেশির কথায়।

টেনেটুনে ৫০০ থেকে ৮০০ টাকা দৈনিক রোজগারে বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী, তিন সন্তানের ভরণপোষণ চালাতে হয় ফিরোজকে। সরকারের কাছে তাঁর কাতর অনুরোধ— এই ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে, কোনও শ্রমিক ভাইকে যেন এমন পরিস্থিতিতে আর কখনও পড়তে না হয়। 'ডাকলেই আমি আসব। আমার ভাইদের যখনই দরকার পড়বে ছুটে আসব। কিন্তু চাইলে এমন ঘটনা আটকানো যায়, আটকানো উচিত।' আটকানো যে যায় এবং আটকানো যে উচিত, ফিরোজের মতো সাধারণ মানুষ তার বাস্তব জ্ঞান এবং মানবিকতাবোধে এ কথা বুঝলেও সরকারের কানে এই আবেদন পৌঁছাবে, তা দুরাশা। শ্রমিকের জীবন বিপন্ন করে, সাধারণ মানুষের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সরকারি উদ্যোগের বাস্তবায়ন হচ্ছে, দেশে রাজ্যে এমন উদাহরণ কম নেই। বারবার প্রমাণ হয়েছে, যাদের অনুগ্রহে সরকারি কোষাগার ফুলে-ফেঁপে ওঠে, যারা টাকা ঢেলে প্রচার করে বড় বড় দলকে গদিতে বসায়, সেই পুঁজিমালিকদের স্বার্থরক্ষার জন্যই সরকার দায়বদ্ধ, তাতে পরিবেশই ধ্বংস হোক আর শ্রমিকরাই মরুক। অথচ যে মানুষগুলো নিজেদের জীবন বিপন্ন করে ডুবতে বসা উদ্ধারকার্য সফল করলেন, তাঁদের বেশিরভাগের মাথার ওপর একটা পাকা বাড়ির ছাদও নেই। উনত্রিশ বছরের মনু কুমার এসেছেন উত্তরপ্রদেশের আখতিয়ারপুর গ্রাম থেকে। মনু শুধু নিজের জন্য কিছু চাননি, বলেছেন তাঁর গ্রামের বেহাল দশার কথা। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ যদি একটা পাকা রাস্তা করে দেন বড় ভালো হয়।

মনুর মতোই এক দলিত যুবক পঁচিশ বছরের অঙ্কুর, বাড়ি ফিরছেন উদ্ধার পাওয়া শ্রমিকদের দেওয়া চকলেট আর ফল নিয়ে। অঙ্কুর চেয়েছেন, সব শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি আর বিমার ব্যবস্থা করুক সরকার। বারো জনের দলটির নেতৃত্বে থাকা ওয়াকিল হাসানের মনে পড়ে, লোহার স্তূপ জমে আটকে থাকা শেষ দু মিটার পথ পরিষ্কার করতে কী ভয়ঙ্কর কষ্ট করতে হয়েছে। সে পথের শেষে এক শ্রমিক ধরেছেন আরেক শ্রমিকের হাত। হাসানের চোখ চকচক করে খুশিতে ঃ ওদের বের করতে পেরে যে আনন্দ পেয়েছি, এমন আনন্দ ঈদেও পাই না। বত্রিশ বছরের নাসির আহমেদও সহকর্মী ইরশাদের মতোই চেয়েছেন মানুষের মর্যাদা— 'নায়ক হওয়ার দরকার নেই, মানুষের মতো ব্যবহারটুকু যেন পাই।' আরেক শ্রমিক দেবেন্দ্রকে তার স্ত্রী আসতে দিতে চাননি সিল্কিয়ারায়। কিন্তু কাগজে আটকে পড়া শ্রমিকদের ছবি দেখে আর স্থির থাকতে পারেননি দেবেন্দ্র। 'মনে হচ্ছিল সুড়ঙ্গের ও প্রান্ত থেকে যেন ওরা ডাকছে আমায়। এই মানবতার ডাকে সাড়া দিয়েই দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে গেছেন বারো জন শ্রমিক, রক্তের সম্পর্কের টানে বা কোনও পুরস্কারের লোভে নয়। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী মাথা পিছু পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন, বারোজনের কেউই সেই লোকদেখানো পুরস্কার নিতে চাননি। দলের কিছুজনকে আলাদা করে পুরস্কার দেওয়া বা দলের নেতাকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়ার কথাও বলেছিল সরকার। শ্রমিকরা মেরুদণ্ড সোজা রেখে সেই পুরস্কারও প্রত্যাখ্যান করেছেন, বিভেদ তৈরির কোনও ষড়যন্ত্রে পা দেননি। শত অভাব-অনটন-বঞ্চনার মাঝেও মানবিক মূল্যবোধ আর আত্মমর্যাদাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন এই মেহনতি মানুষগুলো। সিল্কিয়ারার ঘটনা প্রমাণ করেছে, ক্ষমতার রাজনীতি যতই বিভেদ-বিদ্বেষের দেওয়াল তুলে মনুষ্যত্বকে নষ্ট করার চেষ্টা করুক, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ এভাবেই পরস্পরকে ভালোবেসে বাঁচতে চান।

(সূত্রঃ দি হিন্দু, ২৯ নভেম্বর, ২০২৩)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও সেলফি পয়েন্ট! চক্ষুলজ্জাটুকুও রাখলেন না প্রধানমন্ত্রী

'সেলফি' শব্দটি এখন খুবই জনপ্রিয়। আগে মানুষ ছবি তুলত ক্যামেরায়। এখন মোবাইলের সৌজন্যে ক্যামেরা সকলের পকেটে। আগে মানুষ ছবি তুলত অন্যের, এখন ছবি তোলে নিজের। আর নিজের ছবি নিজে তোলাকেই বলা হয় 'সেলফি'।

কিন্তু সরকারি ক্ষমতার জোরে যখন রেল স্টেশন, লালকেল্লা সহ নানা জায়গায় এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর ছবির সামনে সেলফি তোলার ফতোয়া জারি হয়, প্রশাসনিক নির্দেশ দিয়ে তাঁর প্রচার করতে ছাত্রদের বাধ্য করার চেষ্টা হয়, কী বলা হবে তাকে? স্বৈরাচার, নাকি অন্য কিছু?

ঠিক এই কাজটাই করেছেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ধামাধারী ইউজিসি কর্তারা। সম্প্রতি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তাঁরা নির্দেশ দিয়েছেন ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ত্রিমাত্রিক লে-আউটে সেলফি-পয়েন্ট তৈরি করতে হবে। ছাত্রদের কাজ হবে সেখানে দাঁড়িয়ে পিছনের ছবি সহ সেলফি তুলে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া। কী থাকবে সেই সেলফি পয়েন্টে? জ্বলজ্বল করবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি। ইতিমধ্যে আরটিআই করে জানা গেছে শুধু সেন্ট্রাল রেলেই ৫০টির বেশি স্টেশনে ৩ কোটির বেশি টাকা খরচ করে ত্রিমাত্রিক সেলফি পয়েন্ট বানানো হয়েছে। সমস্ত রেল জোনে আরও অনেক বেশি পয়েন্ট তৈরি হয়েছে। এই সব সেলফি পয়েন্ট তৈরি করে জনগণের পয়সায় মোদি সাহেবের প্রচারের ব্যবস্থা হচ্ছে। বলা হচ্ছে এই সেলফি-পয়েন্ট নাকি ভারতের সাংস্কৃতিক 'গর্বের' প্রচার করবে। সেখানে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের জনগণ কী কী 'সুবিধা' পাচ্ছে তার প্রচার করা হবে। সরকারি পয়সায় তৈরি এই সেলফি-পয়েন্টে দাঁড়িয়ে বিজেপির নেতা-কর্মীদের দিয়ে সেলফি তুলিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্লজ্জ প্রচার চলছে। এবার সেই কাজটায় যুক্ত করা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এবং তা করতে হবে শিক্ষাঙ্গনে দাঁড়িয়েই!

বিজেপি তথা তাদের পরিচালিত সরকারের প্রধানমন্ত্রীর যা 'ঐতিহ্য' তাকে আর যাই হোক ভারতের সাংস্কৃতির গর্বের সারিতে কখনওই রাখা যায় না। তারা 'ঐতিহ্য' বলে যা তুলে ধরে তা বহুদিনের বাতিল হওয়া বস্তাপচা চিন্তাই শুধু নয়, সাম্প্রদায়িকতার বিষে বিষাক্ত, যা এ দেশের নবজাগরণের মনীষীদের ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী চিন্তারও সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রধানমন্ত্রীর ছবির মাধ্যমে সেই সংকীর্ণ-সাম্প্রদায়িক চিন্তাকেই দেশের ঐতিহ্য বলে তুলে ধরা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ! সামনে লোকসভা নির্বাচন। এ দিকে জনগণের ক্ষোভ নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ফেটে পড়তে চাইছে। ভোটে ধর্মীয় বিদ্বেষের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করে রাখার কৌশল ছাড়া বিশেষ কোনও সম্বল বিজেপির নেই। তাই ইউজিসি-কে তারা সামনে ঠেলে দিয়েছে ছাত্রদের দিয়ে জোর করে সেলফি তুলিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভজনার কৌশলের পথে।

দেশে দেশে শাসকরা জানে, কোনও স্বৈরাচারী শাসকের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন তোলার সাহস যারা রাখে তাদের মধ্যে অগ্রণী এই ছাত্রসমাজ। তাই তাদেরই লক্ষ্যবস্তু করে কর্তাভজা মেরুদণ্ডহীন ক্লীবে পরিণত করতেই এই সেলফি-পয়েন্টের ফতোয়া। দেশ জুড়ে প্রবল প্রতিবাদের সামনে সরকার আপাতত থমকে গেলেও সেলফি পয়েন্টের এই সিদ্ধান্ত তারা বাতিল করেনি। আশার কথা, শিক্ষাবিদ সহ সমাজের সব স্তরের সচেতন মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জড়িয়ে বিজেপি সরকারের এই নির্লজ্জ প্রচারসর্বস্বতার তীব্র নিন্দা করেছেন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

জনজীবনের দাবি নিয়ে রাজ্য জুড়ে প্রশাসনিক দপ্তরে বিক্ষোভ

বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি, স্মার্ট মিটার চালু, জনবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল, রাজস্ব আদায়ের নামে ঢালাও মদের লাইসেন্স দেওয়ার প্রতিবাদে এবং সারের কালোবাজারি রদ সহ নানা স্থানীয় দাবি নিয়ে ৪ জানুয়ারি রাজ্য জুড়ে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে ডিএম, এসডিও, বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ হয় এবং কর্তৃপক্ষকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয় দলের পশ্চিম মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে। উপরোক্ত দাবিগুলি ছাড়াও বিস্তীর্ণ জঙ্গলমহল এলাকায় হাতির হানায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন মানুষজন। ঘরবাড়ি, খেতের ফসল নষ্ট ও একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন এ ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে হাতিদের খাদ্যের জোগান ও অবাধ চলাচলের ময়ূরঝর্ণা প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়িত করার দাবি জানানো হয়।

ডায়মন্ডহারবার ঃ দলের ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার পক্ষ

থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ডায়মন্ডহারবার মহকুমা দপ্তরে ডেপুটেশন ও শহরে বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়। স্থায়ী সুউচ্চনদীবাঁধ নির্মাণের দাবিতে ও নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদ সহ ১২ দফা দাবিপত্র পেশ করা হয়। তিন শতাধিক মানুষের স্লোগান মুখরিত মিছিল ডায়মন্ডহারবার জেটিঘাট থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত যায়। নেতৃত্ব দেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গুণসিন্ধু হালদার সহ অন্যান্য

ক্যানিং এসডিও দপ্তরে বিক্ষোভ। ৪ জানুয়ারি

জেলা নেতৃবৃন্দ।

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক-হলদিয়া, এগরা, কাঁথি মহকুমা ও কোলাঘাট এবং ময়না ব্লকে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি হয়। তমলুকের হলদিয়া-মেছেদা রাজ্য সড়কের মানিকতলায় পথ অবরোধ করে জনস্বার্থবিরোধী বিভিন্ন নীতির প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান বিক্ষোভকারীরা। এগরা-বাজকুল রাজ্য সড়কেও পথ অবরোধ, কাঁথিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা হয়। দলের জেলা কমিটির পক্ষে অশোকতরু প্রধান ও প্রণব মাইতির নেতৃত্বে স্মারকলিপি দেওয়া হয় এসডিও, বিডিও-কে।

অন্যান্য দাবিগুলি হল, তমলুক ও পাঁশকুড়া স্টেশনের রেল ক্রসিং-এ ফ্লাইওভার নির্মাণ, বর্ষার আগে মজে যাওয়া কেলেঘাই নদী ও সোয়াদিঘি-দেহাটী-শঙ্করআড়া-পায়রাটুঙ্গি খাল সহ সমস্ত নিকাশি খালের পূর্ণ সংস্কার, জেলার বেহাল রাস্তাগুলি অতি সত্বর মেরামত, জেলায় মদ ও মাদকদ্রব্যের প্রসার রোধে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, মুম্বই রোডের দেউলিয়াতে আন্ডারপাস নির্মাণ প্রভৃতি।

হাওড়া ঃ জেলার ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, নির্বিচারে পুকুর ও জলাশয় ভরাট, জেলা হাসপাতাল সহ সমস্ত সরকারি হাসপাতালের চরম অব্যবস্থা, বিভিন্ন রুটে সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া, হাওড়া-খড়গপুর শাখায় ভয়াবহ ট্রেন লেট, হকার ও বস্তি উচ্ছেদ, নিয়মিত জঞ্জাল সাফাই না হওয়া ইত্যাদি কারণে জনজীবনে অসহনীয়

অবস্থায়। এই সমস্ত সমস্যার প্রতিকারের দাবিতে হাওড়া জেলাশাসক দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। রাজ্য ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জৈমিনি বর্মনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল অতিরিক্ত জেলাশাসকের হাতে দাবিপত্র তুলে দেন।

পুরুলিয়া ঃ ১০ দফা দাবিতে পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন ব্লকে এবং মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয় দলের পুরুলিয়া জেলা কমিটি। ওই দিন বাগমুন্ডির বিডিও, ঝালদা, মানবাজার, রঘুনাথপুর ও পুরুলিয়া সদর এস ডি ও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্ত

চাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, এলাকাগুলিতে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত সহ বিভিন্ন দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। শহরে জুবিলি ময়দান থেকে ডিএম অফিস পর্যন্ত এবং রঘুনাথপুর শহরে মিছিল হয়।

বীরভূমের রামপুরহাটে বিক্ষোভ মিছিল। ৪ জানুয়ারি

কর্মসংস্থানের দাবিতে দুর্বার আন্দোলনের শপথ যুব উৎসবে

মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গিপুর শহরে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ও ম্যাকেঞ্জি কলোনির মাঠে উন্নত ও মর্যাদাময় জীবনবোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমরেড সুকান্ত শিকদার নগর ও কমরেড গৌতম বিশ্বাস মঞ্চে ৩০-৩১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় এআইডিওয়াইও আয়োজিত রাজ্য যুব উৎসব হয়। ১ জানুয়ারি বেকারি, দুর্নীতি, মদ ও মাদকদ্রব্যের ব্যাপক প্রসার, নারী নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রসারের রাজনীতির বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর শহরে প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত হয়।

স্কুল প্রাঙ্গণে দেওয়াল পত্রিকা, এ আই ডি ওয়াই ও-র আন্দোলনের ছবি প্রদর্শনী সহ মনীষীদের কোটেশন প্রদর্শনী সেটের উদ্বোধন করেন রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উৎপল কুমার মণ্ডল। স্কুল প্রাঙ্গণে প্রতিযোগিতামূলক প্রবন্ধ রচনা, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বিতর্ক, সমবেত সঙ্গীত, একাঙ্ক নাটক, যুদ্ধবিরোধী পোস্টার পেইন্টিং ছাড়াও প্রতিযোগিতার বাইরে প্রদর্শনীমূলক কর্মসূচি হয়েছে।

ম্যাকেঞ্জি কলোনির স্টেডিয়াম মাঠে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল, মহিলা ফুটবল, ভলিবল, কবাডি অনুষ্ঠিত হয়। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী রোড রেস ম্যাকেঞ্জি কলোনির মাঠ থেকে শুরু হয়ে জঙ্গিপুর শহর পরিক্রমা করে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আগে প্যালেস্টাইনের যুদ্ধে নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

দ্বিতীয় দিনে আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য কমরেড সুব্রত গৌড়ী। উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল, মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়, মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বকুল খন্দকার, এআইডিওয়াইও-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও জঙ্গিপুর কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।

অমিতাভ চ্যাটার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত
সম্পাদক অমিতাভ চ্যাটার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com